৫

১৭.০৫.২০২৪

সিটি নং ১১

আরআরই

২০২৪-এর এফ. এম. এ ৫৫৬

সহ

২০২৪-এর আই. এ নং ১

(অর্ণব সাউ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য)

শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী বাসবী রায় চৌধুরী

........আপিলকারী

শ্রী নীলোৎপল চ্যাটার্জী

শ্রী সাত্যকী বন্দ্যোপাধ্যায়

... কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য

শ্রীমতী দেবজানি সাহু

... ৭ ও ৮ নম্বর উত্তরদাতার জন্য।

আবেদনকারীর দাখিল করা পরিষেবার হলফনামা রেকর্ডে রাখা হবে।

বর্তমান আপিলটি ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ২৮৬০৫-এ গৃহীত ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের আদেশের একটি অংশকে অভিযুক্ত করার জন্য পছন্দ করা হয়েছে। আবেদনে অভিযুক্ত আদেশের কার্যকরী অংশটি নিম্নরূপঃ

আদেশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরগুলি অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় ষষ্ঠ সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশ করবে।

চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুযায়ী সম্পূরক পরীক্ষা হিসাবে উক্ত পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

আপিলকারী আদেশের পরবর্তী অংশে ক্ষুব্ধ হয় যার মাধ্যমে তাকে চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষায় পুনরায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মামলার তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে, আবেদনকারী ২০১৭ সাল থেকে শ্যামবাজার আইন কলেজে (সংক্ষেপে, কলেজ) বিএ.এলএলবি কোর্স করছিলেন। কোর্সের সময়কাল ছিল প্রতি বছর দুটি করে সেমিস্টার সহ ৫ বছর। প্রতিটি সেমিস্টারের শেষে, ছাত্রকে শেষ সেমিস্টারের পরীক্ষায় অংশ নিতে হত।

আবেদনকারী ১০টি সেমিস্টারের সবকটিতেই উপস্থিত ছিলেন। কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার কারণে, কলেজ কর্তৃপক্ষ অনলাইন মোডের মাধ্যমে চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি, চতুর্থ সেমিস্টারের সমস্ত বিষয়ের প্রশ্নপত্র ২৭শে নভেম্বর, ২০২০-তে ক্লাসরুমের পোর্টালে পোস্ট করা হয়েছিল, যাতে ছাত্রছাত্রীদের ৩০শে নভেম্বর বা তার আগে দুপুর ১২টার মধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত পরীক্ষার উত্তরপত্র আপলোড করেছিলেন কিন্তু তিনি ২০২৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ৪ "সেমিস্টার পরীক্ষার উত্তরপত্র আপলোড করেছিলেন।

যখন ফলাফল প্রকাশিত হয়, তখন আবেদনকারী দেখেন যে ৪ "সেমিস্টারের পরীক্ষার বিপরীতে তাঁকে কোনও নম্বর দেওয়া হয়নি এবং তাঁর ৬" সেমিস্টারের ফলাফল 'পাওয়া যায়নি' হিসাবে দেখানো হয়েছিল।

আবেদনকারী বারবার কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যার সমাধানের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। অবশেষে, ৩০.০৫.২০২৩ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, কলেজের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আবেদনকারীকে ৪ এবং ৬ "সেমিস্টারের পরীক্ষায় পুনরায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন।

এই বিষয়ে এই আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদনকারী রিট আবেদন দায়ের করেন।

আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী মুখার্জি দাবি করেন যে, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে রাজ্যের প্রায় সমস্ত নাগরিকের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়েছিল। আবেদনকারীর মা বেশ দীর্ঘ সময় ধরে কোভিড-সম্পর্কিত রোগে ভুগছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তার রোগে মারা যান। এই কারণে, পোর্টালে ৪র্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার উত্তরপত্র আপলোড করতে মাত্র তিন দিন বিলম্ব হয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষার নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতেও বিলম্ব করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কর্তৃপক্ষের কারণে হওয়া বিলম্বকে ক্ষমা করেছিল কিন্তু ৪র্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার আবেদনকারীর উত্তরপত্র গ্রহণ ও মূল্যায়ন করতে অস্বীকার করেছিল।

এই বিষয়গুলি ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৮৬০৫-এ উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু বিদ্বান একক বেঞ্চ এই বিষয়গুলির উপর নজর দিয়েছিল এবং কোনও ফলাফল ফিরে আসেনি এবং আবেদনকারীকে ৪র্থ সেমিস্টারের পরীক্ষায় পুনরায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। শ্রী মুখার্জির মতে, এই ধরনের দুর্বলতা আদেশের হস্তক্ষেপকে অভিযুক্ত করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী চ্যাটার্জি বলেন যে, কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নগুলি তৈরি করতে, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রাপ্ত নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠাতে বলা হয়েছিল। তাঁর স্বাভাবিক ন্যায্যতার সাথে তিনি বলেন যে কলেজ কর্তৃপক্ষের শেষ থেকে ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষার নম্বর জমা দিতে বিলম্ব হয়েছিল কিন্তু আবেদনকারী নিজেই কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার উত্তরপত্র আপলোড করতে বিলম্ব করেছিলেন। তিনি আরও জমা দেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনও বাধা ছিল না।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে, ৭ ও ৮ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতী সাহু বলেন যে আবেদনকারীর ৪র্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং আবেদনকারী সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এমনকি ফলাফলও বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে। শ্রীমতী সাহুর দ্বারা উপস্থাপিত নথিগুলি রেকর্ডে নেওয়া হোক।

বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনা করে, আমরা ৪ সেমিস্টারের পরীক্ষার উত্তরপত্র আপলোড করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর কারণে তিন দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য আমাদের ন্যায়সঙ্গত বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে আগ্রহী। তদনুসারে, বিতর্কিত আদেশটি এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে যে কলেজকে আবেদনকারীর ৪র্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার ফলাফল তারিখ থেকে ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ৪ সেমিস্টারের পরীক্ষার একটি মার্কশিট এবং সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে এই ধরনের যোগাযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীর চূড়ান্ত মার্কশিট জারি করবে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনার মাধ্যমে আপিল এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়।

এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এই আদেশকে নজির হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিগুলিতে কাজ করবে।

(বিচারপতি , পার্থ সারথি চ্যাটার্জি) (বিচারপতি , তপোব্রত চক্রবর্তী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।